ব্রি ধান১০৫

সমৃদ্ধির জন্য ধান

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), ফ্যাক্ট শীটঃ বোরো ধানের জাত

জাত পরিচিতি

ব্রি ধান১০৫ একটি উচ্চ ফলনশীল স্বল্প গ্লাইসেমিক ইনডেক্স (জিআই) সম্পন্ন সারা দেশের চাষাবাদ উপযোগী বোরো মৌসুমের একটি জাত। জাতটির কৌলিক সারি বিআরসি২৬৬-৫-১-১-১। উক্ত কৌলিক সারিটি বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট আঞ্চলিক কার্যালয়, কুমিল্লায় বিআর১৬ এর সাথে ৯০০৬০-টিআর১২৫২-৮-২-১ এর ২০০৬ সালে সংকরায়ণ করে বংশানুক্রম সিলেকশন (Pedigree Selection) এর মাধ্যমে উদ্ভাবিত হয়। ব্রি কুমিল্লার গবেষণা মাঠে হোমোজাইগাস কৌলিক সারিটি নির্বাচন করা হয় এবং পরবর্তীতে ব্রি কুমিল্লা হতে ব্রি গাজীপুরে নির্বাচিত হোমোজাইগাস কৌলিক সারিটি স্থানান্তর করে ৫ বৎসর ফলন পরীক্ষার পর ২০১৭ সালে ব্রি'র আঞ্চলিক কার্যালয় সমূহের গবেষণা মাঠে ও ২০১৮ সালে বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় কৃষকের মাঠে পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়। অতঃপর ২০২০ সালে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী কতৃক স্থাপিত প্রস্তাবিত জাতের ফলন পরীক্ষার (পিভিটি) পর ফলাফল বিশ্লেষণ করে জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরী কমিটির সভায় পুনঃ মূল্যায়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। অতঃপর ২০২১ সালে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী কতৃক স্থাপিত পিভিটি পরীক্ষায় সন্তোষজনক হওয়ায় ২ মার্চ ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় বীজ বোর্ডের ১০৯তম সভায় এ জাতটি লো জিআই সমৃদ্ধ বোরো মওসুমের উচ্চ ফলনশীল জাত হিসাবে দেশজুড়ে চাষাবাদের জন্য অবমুক্ত করা হয়।

জাতের বৈশিষ্ট্য

- আধুনিক উফশী ধানের সকল বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান।
- ডিগ পাতা খাড়া, প্রশস্ত ও লম্বা এবং পাতার রং সবুজ।
- পূর্ণ বয়স্ক গাছের উচ্চতা ১০১ সে.মি.।
- ১০০০টি পুষ্ট ধানের ওজন ১৯.৪ গ্রাম।
- ধানের দানার রং খড়ের মতো।
- চাল মাঝারি চিকন এবং রং সাদা।
- এ ধানের জিআই এর মান ৫৫।
- চালে অ্যামাইলোজ এর পরিমাণ ২৭% এবং ভাত ঝরঝরে।
- চালে প্রোটিন এর পরিমাণ ৭.৩%।

ব্রি ধান১০৫

এ জাতের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা

ব্রি ধান১০৫ এর জীবনকাল ব্রি ধান৫৮ এর প্রায় সমান। এ ধানের গুনগত মান ভাল অর্থাৎ চালের আকৃতি মাঝারি চিকন। প্রস্তাবিত জাতের ফলন পরীক্ষায় পাঁচটি অঞ্চলে ব্রি ধান১০৫ এর ফলন চেক জাত ব্রি ধান৫৮ এর চেয়ে প্রায় ৮.৩৯% বেশী পাওয়া যায়। এ ধানের গুনগতমান ভাল। এ ধানের জিআই এর মান ৫৫ হওয়ায় এ জাতকে লো জিআই রাইস বা ডায়াবেটিক রাইস বলা যায়। এ জাতের হেক্টরে গড় ফলন ৭.৬ টন।

জীবনকাল: জাতটির গড় জীবনকাল ১৪৮ দিন।

ফলন: ব্রি ধান১০৫ এর গড় ফলন ৭.৬ টন/হেক্টর। উপযুক্ত পরিচর্যা পেলে অনুকূল পরিবেশে হেক্টর প্রতি ৮.৫ টন পর্যন্ত ফলন দিতে সক্ষম।

চাষাবাদ পদ্ধতি

ব্রি ধান১০৫ বোরো মৌসুমে দেশের প্রায় সব জেলায় চাষাবাদ উপযোগী। এ ধানের চাষাবাদ পদ্ধতি অন্যান্য উফশী বোরো জাতের মতোই।

১. **বীজ তলায় বীজ বপন:** ০১-২০ অগ্রহায়ণ পর্যন্ত অর্থাৎ (১৫ নভেম্বর থেকে ০৪ ডিসেম্বর)।

২. **চারার বয়স:** ৩৫-৪০ দিন।

৩. **রোপণ দুরত্ব:** ২০ সে.মি × ১৫ সে.মি অথবা ২৫সে.মি থেকে ১৫সে.মি

৪. **চারার সংখ্যা:** গোছা প্রতি ২-৩টি।

৫. **সার ব্যবস্থাপনা (কেজি/বিঘা):** সারের মাত্রা অন্যান্য উফশী জাতের মতই।

৫.১ ইউরিয়া	টিএসপি/ডিএপি	এমওপি	জিপসাম	জিংক
৪০	১৩	২২	১৫	১.৫

৫.২ সর্বশেষ জমি চাষের সময় তিন কিস্তি ইউরিয়া সারের প্রথম কিস্তি, সবটুকু টিএসপি, এমপি, জিপসাম এবং জিংক সালফেট সার প্রয়োগ করা উচিত। ইউরিয়া সারের ২য় কিস্তি রোপনের ২০-২৫ দিন পর অর্থাৎ গোছায় কুশি দেখা দিলে এবং ৩য় কিস্তি রোপনের ৪৫-৫০ দিন পর অর্থাৎ কাইচথোড় আসার ৫-৭ দিন পূর্বে প্রয়োগ করতে হবে। জিংকের অভাব পরিলক্ষিত হলে জিংক সালফেট এবং সালফারের অভাব পরিলক্ষিত হলে জিপসাম ইউরিয়ার মত উপরি প্রয়োগ করা যেতে পারে।

৬. **রোগ বালাই ও পোকামাকড় দমন:** ব্রি ধান১০৫ এ রোগ বালাই ও পোকামাকড়ের আক্রমণ প্রচলিত জাতের চেয়ে অনেক কম হয়। এ জাতটি ব্যাকটেরিয়াজনিত পোড়া রোগ প্রতিরোধী, তবে অন্যান্য রোগবালাই ও পোকা মাকড়ের আক্রমণ দেখা দিলে সমন্বিত বালাই দমন ব্যবস্থাপনা প্রয়োগ করা উচিত।

৭. **আগাছা দমন:** রোপণের পর অন্তত ৪০-৫০ দিন পর্যন্ত জমি আগাছা মুক্ত রাখতে হবে।

৮. **সেচ ব্যবস্থাপনা:** রোপণের পর থেকে দুধ আসা পর্যায় পর্যন্ত জমিতে যথেষ্ট পরিমানে রস থাকা প্রয়োজন। এ সময় খরা দেখা দিলে সম্পূরক সেচ দিতে হবে।

৯. **ফসল কাটা:** ধান কাটার উপযুক্ত সময় হলো ১৫-২৫ বৈশাখ অর্থাৎ ২৮ এপ্রিল-০৮ মে। শীষের শতকরা ৮০ ভাগ ধান পরিপক্ক এবং অবশিষ্ট ২০ ভাগ ধান অর্ধ-স্বচ্ছ এবং অর্ধ পরিপক্ক হলে ধান কেটে ফেলা উচিত।

আরো তথ্যের জন্য ঃ
পরিচালক (গবেষণা), ব্রি। ই-মেইলঃ dr@brri.gov.bd